শিক্ষার কোনো অধিকার ছিল না। শিক্ষার মাধ্যম ছিল সংস্কৃত। এইসব বিদ্যালয় তৈরি করতেন সমাজের পণ্ডিতবর্গ। টোলের ব্যয় চলত জমিদার ও সম্পন্ন ব্যক্তিদের অনুদানে। হিন্দু উচ্চশিক্ষার ব্যাবহারিক মূল্য না থাকায় জনপ্রিয়তা কম ছিল।

টোলের তুলনায় মাদ্রাসার সংখ্যা কম ছিল। উচ্চতম ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা নিজেদের চেষ্টায় মাদ্রাসা চালাতেন। শিক্ষার বিষয় ছিল ইসলাম ধর্মের আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ। মাধ্যম ছিল আরবি ও ফারসি। হিন্দু শিক্ষার্থীরাও মাদ্রাসায় পড়তে পারত। কারণ ফারসি ছিল তখনকার সরকারি ভাষা। আরবি-ফারসি মাদ্রাসাগুলি বসত সাধারণত মসজিদে। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কায়স্থই বেশি ছিল। অ্যাডাম 559 জন মুসলিম ছাত্র ও 835 জন হিন্দু ছাত্র দেখেছিলেন।

রিপোর্টের শেষ অংশে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে তুলে কীভাবে জাতীয় শিক্ষার ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কে সুপারিশ করা হয়। সুপারিশগুলি নিম্নরূপ—

1. প্রথমেই নির্বাচিত জেলায় শিক্ষাব্যবস্থার ব্যাপক অনুসন্ধান করে তথ্যসংগ্রহ করতে হবে।
2. শিক্ষক ও ছাত্রদের উপযোগী ভারতীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করে তার প্রচার করতে হবে।
3. প্রতি জেলায় শিক্ষা পরিকল্পনার সুষ্ঠু রূপায়ণের জন্য একজন পরীক্ষক নিযুক্ত করতে হবে। তিনি শিক্ষা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্যসংগ্রহ করে শিক্ষকদের সঙ্গে যোগাযোগস্থাপন করবেন। তিনি বুঝিয়ে দেবেন পাঠ্যপুস্তক কীভাবে ব্যবহার করতে হয়। পরীক্ষা পরিচালনা, পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা কীভাবে করতে হয়।
4. শিক্ষকদের বই পড়তে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নর্মাল স্কুল স্থাপন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকগণ স্কুল ছুটির সময় বছরে 1 থেকে 3 মাস পর্যন্ত একাদিক্রমে চার বছরের মধ্যে তাঁদের শিক্ষণ-শিক্ষা সমাপ্ত করবে।
5. শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ তাঁদের নবলব্ধ জ্ঞান ছাত্রদের প্রদান করবেন। ছাত্রদের পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে।
6. গ্রামীণ স্কুলে শিক্ষকতায় আকৃষ্ট করার জন্য ভূমিদানের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছে।

7. উডের ডেসপ্যাচের সুপারিশগুলি আলোচনা করো। (Discuss the recommendations of Wood's Despatch.)

Ans. ডেসপ্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—

1. **শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Educational Planning):** ডেসপ্যাচ কোম্পানি অধিকৃত বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব—এই পাঁচটি প্রদেশে একটি করে শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই বিভাগের প্রধান

Scanned with CamScanner

হবেন জনশিক্ষা অধিকর্তা (Director of Public Instruction বা DPI)। তাঁর অধীনে থাকবে একদল পরিদর্শক (Inspectors)। তাঁরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন এবং প্রতি প্রদেশের শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

2. **বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (Establish the University):** ইংরেজি ও উচ্চশিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে কলকাতা ও বোম্বাই শহরে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। আরও বলা হয় যে, মাদ্রাজ বা অন্য শহরে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা ছাত্র থাকলে সেখানেও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা যেতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হবে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এবং তারই ধাঁচে পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদান করা হবে। তবে যেসব বিষয়ে উচ্চতর পর্যায়ে পড়ার ব্যবস্থা নেই সেইসব বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য যোগ্য অধ্যাপক নিয়োগ করা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের জন্য একটি সিনেট থাকবে। এতে একজন চ্যান্সেলর, একজন ভাইস-চ্যান্সেলর এবং কয়েকজন সরকার মনোনীত সদস্য থাকবেন।

ডেসপ্যাচে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আইন, চিকিৎসাবিদ্যা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার কথা বলা হয়।

এ ছাড়া রয়েছে ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা। সবচেয়ে উচ্চস্তরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজগুলির মাধ্যমে প্রসারিত হবে। এই স্তরের নীচের দিকে থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। আর সকলের শেষে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ও দেশজ টোল, মাদ্রাসা প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এইসব প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়।

দেশব্যাপী এই পরিকল্পনা সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে ডেসপ্যাচে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে কিছু শর্তসাপেক্ষে অনুদান প্রদানের দ্বারা উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়। গ্রান্ট-ইন প্রথার শর্তগুলি হল—

(a) প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার ব্যাপারে সরকারকে সন্তুষ্ট করতে হবে (to satisfy the Government about the stability of their management)।
(b) ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।
(c) সরকারি পরিদর্শন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে হবে।
(d) ছাত্রদের নিকট থেকে স্বল্প হলেও বেতন নিতে হবে।

তবে শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি শর্ত হলেও মিশনারি স্কুলগুলির ক্ষেত্রে পরিদর্শকদের চোখ বুজে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

Scanned with CamScanner

3. **জনশিক্ষা ব্যবস্থা (Arrangement of Mass Education):** ডেসপ্যাচে স্বীকার করা হয়েছে—দেশের জনশিক্ষা এতকাল সরকার অবহেলা করেছে। এর জন্য 'চুঁইয়ে পড়া' নীতিকে দায়ী করা হয়েছে। বলা হয়েছে—মুষ্টিমেয় সম্প্রদায়ের উচ্চশিক্ষার জন্য এতদিন সরকার সর্বশক্তি ও অর্থ নিয়োগ করায় দেশে শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হয়েছে। এই বিশাল দেশে গণশিক্ষায় সরকারি সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত শুধুমাত্র বেসরকারি প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। দেশে জনশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতি জেলায় শিক্ষালয় স্থাপন করতে হবে। প্রথম প্রয়োজন হল যথেষ্ট মাধ্যমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা। উত্তরপ্রদেশে মি. টমসন অনুসৃত পন্থায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার কথা ডেসপ্যাচে বলা হয়। আরও বলা হয়—ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য বৃত্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ও দেশীয় স্কুলগুলির মান উন্নত করতে হবে। মাতৃভাষা ও ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে শিক্ষামানের পার্থক্য ধীরে ধীরে কমিয়ে আনতে হবে।

4. **শিক্ষক-শিক্ষণ (Teachers' Training):** শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য নর্মাল স্কুল (Normal School) স্থাপনের সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সরকারি বৃত্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। শিক্ষকতাকে সরকারি অন্যান্য চাকুরির মতো আকর্ষণযোগ্য করে তোলার সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়।

5. **বৃত্তিশিক্ষা (Vocational Education):** দলিলে বৃত্তিশিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সাধারণ শিক্ষা বৃত্তিগত শিক্ষা বিষয়ে প্রেষণা জোগায় না। তাই আইন, চিকিৎসা, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া শিল্প শিক্ষার জন্য অনুকূল বিদ্যালয় স্থাপনের কথাও বলা হয়েছে।

6. **অন্যান্য সুপারিশ (Other Recommendations):** উডের দলিলে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন—
   (a) স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছে।
   (b) মুসলিমরা শিক্ষায় অনগ্রসর, তাদের শিক্ষার জন্য ডেসপ্যাচে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ আছে।
   (c) উচ্চতর চাকরির ক্ষেত্রে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের এবং নিম্নতম চাকরির ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের সুযোগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

অতিসংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর 2 Marks

1. প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নাম কী? এই কমিশন গঠনের দুটি কারণ উল্লেখ করো। (Which Commission is known as the first Indian Education Commission? Why was the Commission appointed? Give two reasons.)

Ans. প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের নাম হল হান্টার কমিশন (1882-1883)।
এই কমিশন গঠনের দুটি কারণ হল—

(i) 1854 খ্রিস্টাব্দের পর সরকারি অবহেলার কারণে এবং স্থানীয় জনগণের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এ দেশের শিক্ষার অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

(ii) এই সময় পর্বে ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় চেতনা তীব্র আকার ধারণ করার ফলে তাঁরা পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিবর্তে ভারতীয় সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার দাবি করেছিলেন।

2. হান্টার কমিশনের চারজন সদস্যের নাম লেখো। (Write down the names of four members of Hunter Commission.)

Ans. স্যার সৈয়দ মামুদ, ভূদেব মুখার্জি, আনন্দমোহন বসু, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর।

3. হান্টার কমিশনের সভাপতির নাম কী? (What was the name of Chairman of Hunter Commission ?)

Ans. হান্টার কমিশনের সভাপতি ছিলেন স্যার উইলিয়াম হান্টার।

4. প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে হান্টার কমিশনের সুপারিশ কী ছিল? (What was the recommendation of Hunter Commission regarding Primary Education ?)

Ans. প্রাথমিক শিক্ষা প্রসঙ্গে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

(i) গণশিক্ষার ভিত্তি রচনার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার উপর বেশি জোর দিয়েছেন।

(ii) প্রাথমিক শিক্ষা হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষার স্তর।

(iii) শিক্ষার মাধ্যম হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা।

(iv) পাঠক্রমে প্রয়োজনভিত্তিক বিষয় নির্বাচন।

(v) স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পাঠক্রম ঠিক করবেন।

(vi) বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা থাকবে।

(vii) স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি তাদের বরাদ্দ অর্থের অর্ধেকের বেশি অংশ প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করবেন।

(viii) প্রাদেশিক সরকার এক-তৃতীয়াংশ অর্থ অংশ বহন করবে।

(ix) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে অনুদান দেওয়া হবে।

(x) যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শকের ব্যবস্থা করতে হবে ও যথেষ্ট সংখ্যক নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে।

Scanned with CamScanner

5. শিক্ষক-শিক্ষণ সম্পর্কে হান্টার কমিশনের সুপারিশ কী ছিল? (What was the recommendation of Hunter Commission about teachers training ?)

Ans. শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য কমিশন শিক্ষক-শিক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। এজন্য প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে নর্মাল স্কুল স্থাপন করতে হবে। নর্মাল স্কুলে অন্যদের অপেক্ষা গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের শিক্ষাকাল হবে স্বল্পতর। শিক্ষকদের শিক্ষানীতি জানার প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে শিক্ষানীতির ব্যাবহারিক প্রয়োগ শেখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

6. হান্টার কমিশন গঠনের দুটি কারণ উল্লেখ করো। (Mention two causes of Hunter Commission appointment.)

Ans. হান্টার কমিশন গঠনের দুটি কারণ হল—

(i) প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্প্রসারণের মাধ্যমে ভারতবাসীদের বুদ্ধি ও চরিত্রের উন্নতিসাধনের মধ্য দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও দক্ষ সরকারি কর্মচারী তৈরি করা।

(ii) ইংল্যান্ডের শিল্প-বাণিজ্যে কাঁচামালের সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও ভারতের বাজারে ইংল্যান্ডের উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা সৃষ্টি করা, ভারতে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই এই কমিশন গঠিত হয়েছিল।

7. হান্টার কমিশনের অপর নাম কী? কেন এরূপ নামকরণ? (What is the other name of Hunter Commission ? Why thus naming ?)

Ans. হান্টার কমিশনের অপর নাম প্রথম ভারতীয় শিক্ষা কমিশন।

এই সভায় আন্তর্জাতিক স্তরে সহমতের ভিত্তিতে স্থির হয় আগামী 2015 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র 'সকলের জন্য শিক্ষা' কর্মসূচির বাস্তবায়নে সক্রিয় সহযোগিতা করবেন।

8. মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের সুপারিশ লেখো। (Write down the recomendation of Hunter Commission about Secondary Education.)

Ans. মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পর্কে হান্টার কমিশনের সুপারিশগুলি হল—

1. মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব কিছু আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে (গ্রান্ট-ইন-এড) ধীরে ধীরে বেসরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া।
2. তবে মাধ্যমিক শিক্ষার উচ্চমান সংরক্ষণের জন্য প্রতি জেলায় একটি করে উচ্চমানের সরকারি আদর্শ বিদ্যালয় থাকবে।

9. 'এ কোর্স' এবং 'বি কোর্স' কী? (What is 'A' course and 'B' course ?)

Ans. হান্টার কমিশন মাধ্যমিক স্তরের পাঠক্রমকে দুটি অংশে ভাগ করার পরামর্শ দেয়—এ কোর্স এবং বি কোর্স। এ কোর্সে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের

Scanned with CamScanner

পরীক্ষার পাঠ্যবিষয় এবং বি কোর্সে থাকবে সাহিত্য বহির্ভূত কারিগরি ও বৃত্তিশিক্ষার জন্য ব্যাবহারিক পাঠ্যবিষয়।

10. হান্টার কমিশন কেন গঠিত হয়েছিল? (Why was Hunter Commission appointed ?)

Ans. লর্ড রিপনের পূর্ববর্তী বড়োলাট লর্ড লিটনের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপের জন্য ভারতীয়দের মনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলি দূর করতে এবং জনসাধারণের সহানুভূতি পাবার জন্য রিপন বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য তিনি যে কমিশন গঠন করেন তাই হান্টার কমিশন নামে পরিচিত।

11. হান্টার কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী? (What were the main objectives of Hunter Commission ?)

Ans. হান্টার কমিশনের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি ছিল—উডস ডেসপ্যাচের নীতিগুলি কার্যকারী করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ করা, প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে অনুসন্ধান করা, আর্থিক অনুদান প্রসারিত করার নীতি ও কৌশল অনুসন্ধান, প্রাদেশিক শিক্ষা বিভাগের কার্যকারিতা সম্পর্কে অনুসন্ধান ইত্যাদি।

12. হান্টার কমিশনের কয়েকটি ইতিবাচক সুপারিশ উল্লেখ করো। (Mention some positive recommendations of Hunter Commission.)

Ans. হান্টার কমিশনের কতকগুলি ইতিবাচক সুপারিশ হল—শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপ হ্রাস করার সুপারিশ, প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগকে সাহায্য করার সুপারিশ, বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে সুপারিশ, শিক্ষাকে গণতন্ত্রীকরণ ও ভারতীয়করণ করার সুপারিশ, প্রয়োগ অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষার পাঠক্রম প্রণয়ন, দ্বিমুখী মাধ্যমিক শিক্ষার সুপারিশ ইত্যাদি।

13. হান্টার কমিশনের সীমাবদ্ধতাগুলি কী? (What are the limitations of Hunter Commission ?)

Ans. প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করার কথা বলা হয়নি, মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। প্রাথমিক শিক্ষার অর্থসংস্থান সম্পর্কে অস্পষ্টতা ছিল, কমিশনের সুপারিশ সাম্প্রদায়িকতাকে উৎসাহিত করেছিল।

14. উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে হান্টার কমিশনের দুটি অভিমত দাও। (Write two recommendations of Hunter Commission about higher education.)

Ans. উচ্চশিক্ষা প্রসঙ্গে হান্টার কমিশনের দুটি অভিমত হল—

(i) কলেজীয় শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করার উপদেশ দেওয়া হয়।

Scanned with CamScanner

(ii) নির্দিষ্ট সংখ্যক দুঃস্থ ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের অবৈতনিক শিক্ষালাভের সুযোগ দিতে হবে। মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে বিদেশে গিয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করতে পারে সে সুযোগ দিতে হবে।

15. হান্টার কমিশনের প্রশাসন সংক্রান্ত দুটি সুপারিশ লেখো। (Write two recommendations of Hunter Commission about administration.)

Ans. হান্টার কমিশনের প্রশাসন সংক্রান্ত দুটি সুপারিশ হল—

1. মাধ্যমিক শিক্ষার দায়িত্ব কিছু আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে (গ্রান্ট-ইন-এইড) ধীরে ধীরে বেসরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া।
2. পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র এলাকায় অবস্থিত স্কুলগুলিকে বিভাগীয় পরিচালনায় রাখা হবে।
3. শিক্ষার মান যথাযথ রাখার জন্য প্রতিটি জেলায় একটি উন্নত মানের আদর্শ স্কুল বিভাগীয় পরিচালনায় রাখার সুপারিশ করা হয়।
4. কোনো অঞ্চলের জনগণ আগ্রহী না হলে সরকার জোর করে সেখানে স্কুল স্থাপন করবে না।
5. বেসরকারি উদ্যোগকে উৎসাহিত করার জন্য স্থানীয় পরিচালকসভাকে নিজ নিজ স্কুলের বেতনের হার নির্ধারণের স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

16. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের তিনজন প্রথম সারির নেতার নাম উল্লেখ করো। (Mention the name of three leaders in first line of National Educational Movements.)

Ans. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজন হলেন—সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপালকৃষ্ণ গোখলে।

17. জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার চারটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করো। (Discuss the four characteristics of National Education system.)

Ans. জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম চারটি বৈশিষ্ট্য হল—

1. বিজাতীয় শিক্ষার পরিবর্তে জাতীয় বা স্বদেশি শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যে শিক্ষায় জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়।
2. দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে দেশমাতৃকার প্রতি দেশবাসীর আনুগত্য সৃষ্টি করা।
3. ইংরেজি ভাষার পরিবর্তে আধুনিক ভারতীয় ভাষা বা মাতৃভাষাকে শিক্ষার সর্বস্তরে ব্যবহার করা, যাতে জাতিধর্মবর্ণনির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের মানুষের জন্য শিক্ষার দ্বার উন্মোচিত হয়।
4. দেশে কারিগরি ও যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তার করা।

Scanned with CamScanner

18. জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ কখন এবং কেন স্থাপিত হয়েছিল? (When and why National Council of Education was established ?)

Ans. জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কলকাতা ও কলকাতার বাইরে ইংরেজ সরকারের দ্বারা নির্যাতিত ও বহিষ্কৃত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য ডন সোসাইটির প্রচেষ্টায় 1906 খ্রিস্টাব্দে 12 মার্চ কলকাতায় জাতীয় শিক্ষা পর্ষদ (National Council of Education) প্রতিষ্ঠিত হয়। 1906 খ্রিস্টাব্দের 15 আগস্ট বউবাজারের এক ভাড়াবাড়িতে এই পর্ষদের কাজ শুরু হয়।

19. জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনার কয়েকজন উল্লেখযোগ্য রচয়িতার নাম লেখো। (Write down the few names of writers in the National Education Plan.)

Ans. জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাসবিহারী ঘোষ, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ মনীষীগণ।

20. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে গড়ে ওঠা কতকগুলি জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম লেখো। (Mention the few names of National Educational Institutes which formed as a consequence of National Educational movement.)

Ans. কলকাতায় গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তন ও জাতীয় মেডিকেল কলেজ, আলিগড়ে জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিদ্যালয়, পাটনায় বিহার বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্রে তিলক বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, বারাণসীতে কাশী বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে গড়ে ওঠে।

21. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের পরোক্ষ ফল কী ছিল? (What was indirect result of National Educational movement ?)

Ans. জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি, ইংরেজির পরিবর্তে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় ভাষা সম্পর্কে গণচেতনা এবং কারিগরি ও যান্ত্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে।

Scanned with CamScanner